কালীগঞ্জে বিধিনিষেধ না মানায় ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানকে জরিমানা

ঝিনাইদহের কালীগঞ্জ উপজেলায় বিশেষ বিধিনিষেধ আরোপে নির্দিষ্ঠ সময়ে দোকান বন্ধ না করায় বিভিন্ন ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানকে জরিমানা করেছে ভ্রাম্যমাণ আদালত।

রোববার বিকাল ৬ টার দিকে শহরের বিভিন্ন মার্কেটে এ অভিযান পরিচালনা করা হয়। কালীগঞ্জ উপজেলা নির্বাহী অফিসার সুবর্ণা রাণী সাহা এ অভিযান পরিচালনা করেন।

কালীগঞ্জ উপজেলা নির্বাহী অফিসার সুবর্ণা রাণী সাহা জানান, ঝিনাইদহের ৬ পৌর এলাকায় করোনা সংক্রমণ রোধে শনিবার থেকে বিধিনিষেধ জারি করা হয়েছে। বিকেল ৫ টার পর সকল জরুরি সেবা ছাড়া সকল ব্যবসা প্রতিষ্ঠান বন্ধ রাখার নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে। এই নির্দেশনা না মানায় শহরের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান ও ব্যক্তিকে ৪ হাজার ২০০ টাকা জরিমানা করা হয়েছে। এছাড়াও মাস্ক পরিধান না করায় দুই মোটরসাইকেল চালককে জরিমানা করা হয়েছে। এ সময় তাদেরকে মাস্ক বিতরণ করা হয়। তিনি আরো জানান, করোনা সংক্রমণ রোধ ও বিধিনিষেধ বাস্তবায়নে উপজেলা প্রশাসনের উদ্যোগে এ অভিযান অব্যাহত থাকবে।

এ সময় উপস্থিত ছিলেন কালীগঞ্জ উপজেলা সহকারী কমিশনার (ভূমি) ভূপালী সরকার, কালীগঞ্জ থানার এসআই আবুল খায়ের, আল আমিন হোসেন প্রমুখ।

ঝিনাইদহে করোনায় আক্রান্ত ও উপসর্গ নিয়ে ৪ জনের মৃত্যু

ঝিনাইদহে বেড়েছে করোনায় আক্রান্তের হার ও মৃত্যুর সংখ্যা। গত ২৪

ঘন্টায় জেলায় ৯০ জনের করোনা সনাক্ত হয়েছে।সদর হাসপাতালে চিকিৎসাধিন করোনা উপসর্গ নিয়ে অবস্থায় মারা গেছেন ৪ জন। এর মধ্যে ঝিনাইদহে দুইজন ও মহেশপুর উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে করোনা উপসর্গ নিয়ে একজন মারা গেছেন।

শহরের আরাপুর এলাকার চাঁদপাড়ায় করোনা আক্রান্ত হয়ে শাহ আলম (৫০) নামে এক জনের মৃত্যু হয়েছে।ঝিনাইদহ সদর হাসপাতালের শিশু ওয়ার্ডে ক্যান্সার আক্রান্ত এক শিশু করোনায় মারা গেছেন। হাসপাতালের ক্যাশিয়ার আব্দুস সালামসহ অন্তত ১০ জন করোনা আক্রান্ত রোগীর অবস্থা আশংকা জনক হয়ে উঠেছে।তাদের প্রত্যেকের হাই ফ্লো অক্সিজেন দেওয়া হচ্ছে।ঝিনাইদহ করোনা ইউনিটের চিকিৎসক ডাঃ জাকির হোসেন এ সব তথ্য জানান।

তিনি বলেন মানুষ নিয়মের মধ্যে না আসলে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রনের বাইরে চলে যাবে।ভারতের মতো মৃত্যুর মিছিল শুরু হতে পারে।কিন্তু এতো প্রচার প্রচারণার পরও মানুষ সচেতন হচ্ছে না।তিনি বলেন,শনিবার পরিস্থিতি এতাটাই খারাপ ছিল যে ৫০ শয্যার করোনা ইউনিটের শয্যা বাড়িয়ে প্রায় একশ করা হয়েছে।

ঝিনাইদহের সিভিল সার্জন ডা: সেলিনা বেগম জানান, রোববার সকালে ঝিনাইদহ ও কুষ্টিয়া ল্যাব থেকে ১’শ ৬৪ জনের নমুনা পরীক্ষার ফলাফল এসেছে।এদের মধ্যে ৯০ জনের করোনা সনাক্ত হয়েছে।সনাক্তের হার ৫৪ দশমিক ৮৭ ভাগ।এনিয়ে জেলায় মোট আক্রান্তের সংখ্যা দাড়ালো ৩ হাজার ৩’শ ৯৬ জনে। ২৪ ঘন্টায় ৪ জনের মৃত্যুতে মোট মৃত্যুর সংখ্যা দাড়ালো ৬৬ জনে। তবে ঝিনাইদহ ইসলামিক ফাউন্ডেশনের দেওয়া তথ্যমতে এ পর্যন্ত তারা করোনায় আক্রান্ত ও উপসর্গ নিয়ে মৃত ৮১ জনের লাশ দাফন করেছে।এর বাইরেও অনেকের পরিবার নিজ দায়িত্বে স্বজনদের লাশ দাফন করেছে।

এদিকে ঝিনাইদহ জেলায় করোনার সংক্রমনের হার দিন দিন বৃদ্ধি পেলেও মানা হচ্ছে না স্বাস্থ্যবিধি।হাট-বাজার,দোকান-পাট ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানে মাস্ক,ছাড়াই কেনা-বেচা করছে ক্রেতারা। শহরের চলাচলে বিধি নিষেধ থাকলেও নিদের্শনা থেকে যাচ্ছে উপেক্ষিত। গাদা-গাদি করে হাট-বাজারে চলাচল করতে দেখা গেছে।

ঝিনাইদহ সদর হাসপাতালের তত্বাবধায়ক ডাঃ হারুন অর রশিদ জানান,৫০ বেড়ের করোনা ওয়ার্ডে ৫১ জন রোগ ভর্তি আছে। স্থান সংকুলান না আরো ৫০ বেডের একটি নতুন করোনা ওয়ার্ড খোলা হয়েছে।সদর

হাসপাতালে করোনা পরীক্ষার জন্য ভিড় লেগে গেছে। মানুষ লাইনে দাড়িয়ে নমুনা দিচ্ছে।

হরিণাকুণ্ডুতে স্বপ্নের ঠিকানা পেল ৪০টি ভূমি ও গৃহহীন পরিবার

ছিলোনা কোন নিজস্ব ভূমি কিম্বা ঘরবাড়ি। কখনো কেটেছে রাস্তার খাদে কখনোবা পরের জায়গায়। এখন তারা পেলেন ভূমি ও পাকা ঘর। এ যেন স্বপ্নের মতো।
রবিবার দুপুরে হরিণাকুণ্ডু উপজেলা প্রশাসনের কাছ থেকে প্রধানমন্ত্রীর উপহারের জমির দলিল ও ঘরের চাবি বুঝে পেলেন উপজেলার ৪০টি ভূমি ও গৃহহীন পরিবার।
সকাল ১১ টায় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক গনভবন থেকে সারাদেশে ভূমি ও গৃহহীনদের মাঝে সেমি-পাকা ঘর হস্তাান্তর কার্যক্রমের উদ্বোধনের পর দুপুরে উপজেলার ৪০ জন ভূমিহীন-গৃহহীন অসহায় ছিন্নমূল এসব পরিবারের হাতে ঘরের চাবি ও জমির দলিল হস্তান্তর করা হয়। উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান জাহাঙ্গীর হোসাইন ও ইউএনও সৈয়দা নাফিস সুলতান এসব গৃহহীন পরিবারের হাতে দলিল ও চাবি তুলে দেন। উপজেলার চাঁদপুর ইউনিয়নের মকিমপুর গ্রামের বিধবা চায়না খাতুন
(৫০) ঘর পেয়ে আবেগ আপ্লুত হয়ে বলেন “কোনদিন ভাবিনি নিজের একটি ঘর হইবো, তাও আবার পাকা ঘর। সারাজীবন ক্যানেলের পাশে সরকারি জায়গায় ঘুপচি ঘর তুইলা বাস করছি। এখন শেখের বেটি আমাগো ঘর দিছে, কি যে খুসি লাগতেছে তা কইতে পারুম না। খাই না খাই এখন পাকা ঘরে আরামে শান্তিতে ঘুমাইতে পারুম। আল্লাই শেখের বেটি হাসিনা কে বাঁচায় রাখুক। শুধু চায়না খাতুন নয় তার মতো ঘরের চাবি ও জমির দলিল হাতে পেয়ে অনুভুতির কথা ব্যক্ত করেন। অসহায় ভূমিহীন-গৃহহীন আনেছা খাতুন, আরা খাতুন, আবু তাহের, নাজমুল, শ্যমল কুমারসহ ৪০টি ভূমিহীন ও গৃহহীন পরিবারের সদস্যরা।
আনেছা খাতুন নামে এক অসহায় নারী তার অনুভুতি ব্যক্ত করতে গিয়ে বলেন, ছিলাম রাস্তার ভিখারি এখন হলাম লাখপতি, মানুষের বাড়িতে কাজ করে জীবন চালাতাম, নিজের কোন মাথাগোঁজার ঠাই ছিলোনা। কোনদিন স্বপ্নেও ভাবিনি এমন একটা পাকা ঘর পাবো। চায়না, আনেছাদের মতো

ঘর পাওয়া সবাই এভাবেই তাদের অনুভুতি ব্যক্ত করেন।
উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তার কার্যালয় সূত্রে জানা যায়, ২০২০-২০২১ অর্থ বছরে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রনালয় হতে প্রাপ্ত অর্থ থেকে প্রথমে ৩০ টি ও পরে আরও ১০টিসহ মোট ৪০ টি পরিবারের হাতে আজ এই জমির দলিল ও ঘরের চাবি তুলে দেওয়া হয়।
এ সময় আরও উপস্থিত ছিলেন সহকারী ভূমি কমিশনার ভূমি রাজিয়া আক্তার চৌধুরী, আওয়ামী লীগ নেতা ও সংসদ সদস্যের প্রতিনিধ রওশন আলী, পৌরসভার মেয়র ফারুক হোসেন, ওসি আব্দুর রহিম মোল্লা, প্রেসক্লাব সভাপতি এম সাইফুজ্জামান তাজু, পিআইও জামাল হোসাইন, সাবেক মুক্তিযোদ্ধা কমান্ডার মহিউদ্দিন মাষ্টারসহ বিভিন্ন ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যানবৃন্দ, সাংবাদিক ও উপকারভোগীরা।

টানাবর্ষণে কালীগঞ্জের সড়ক গুলি এখন মরণ ফাদ !

কয়েকদিনের টানাবর্ষণে ঝিনাইদহের কালীগঞ্জ এলাকার সড়ক গুলি মরণ ফাদে পরিণত হয়েছে । কালীগঞ্জ হাসপাতাল সড়কটি একটি ব্যাস্ততম সড়ক। এই সড়কে প্রতিদিন আনুমানিক ৩ হাজার মানুষ চলাচল করে । এছাড়া এই ব্যাস্ততম সড়কে চলে ভ্যান, অটো, প্রাইভেট, ট্রাক সহ ইজিবাইকের মত যানবাহন।

ব্যাস্ততম এই সড়কটির মেইনবাস্টান্ড থেকে কালীগঞ্জ বাজারে আধা কিলামিটার দূরে ৩নং ওয়ার্ডের পুরাতন হাটচাদনী মোড়ে নলডাঙ্গা রোডে রাস্তা ভেঙ্গে বড় খানা খন্দ তৈরী হয়েছে । রবিবার সকাল গিয়ে দেখা গেছে পৌর এলাকার সরকারী এম ইউ কলেজ রোড, নলডাঙ্গা রোড, মধুগঞ্জ বাজার, কলাহাটা সড়ক, হাসপাতাল সড়ক, কালাবা জার সড়ক, কাশিপুর সড়ক নিমতলা বাস স্টান্ড, থানা রোড সহ বিভিন্ন সড়কের মাঝ খানে অসংখ্য ছোট বড় গর্ত তৈরী হয়েছে। অনেক সাইকল ভ্যান সহ বিভিন্ন যানবাহন এবং সড়কে চলাচলরত মানুষকে ঐ ভাঙ্গা গর্তে পড়ে যেতে দেখা গেছে । দীর্ঘ্য দিন ধরে ঐ অবস্থায় পড়ে থাকায় সড়কটি

চলাচলকারী যানবাহন সহ পথচারীদের গলার কাটা হয় আছে। কর্তৃপক্ষ কোনো ব্যবস্থা গ্রহণ না করায় এটি একটি মরন ফাঁদে পরিণত হয়েছে।

সরেজমিনে দেখা যায়, কালীগঞ্জ উপজেলা পরিষদের সামনে যশোর ঝিনাইদহ জাতীয় মহাসকটিতে যেন রাস্তা নয় পুকুরের মেলা বসেছে। এই সড়ক দিয়ে ঢাকা, রাজশাহী, রংপুর বিভাগের সাথে খুলনার যোগাযোগের একমাত্র মাধ্যম। কয়েক দিনের ভারী বর্ষনে গর্তের সৃষ্টি হয়েছে রাস্তায় ।

সড়কে চলাচল কারী রূপসা বাসের চালক সজল বলেন, সড়কটিতে বড় বড় গর্তের সৃষ্টি হওয়ায় জীবনর ঝুকি নিয় চলাচল করতে হচ্ছে, বিভিন্ন সময় বাসের চাকা গর্তে পড়ে এক্সেল ভেঙে যাচ্ছে, ফলে যাত্রীদের ভোগান্তি হচ্ছে ।

নিরাপদ সড়ক চাই(নিসচা) কালীগঞ্জ উপজলা আহবায়ক শিপলু জামান বলন, যত দ্রুত সম্ভব কতৃপক্ষ রাস্তা গুলো মেরামত না করলে যানযট ও জন দূর্ভোগ কমবে না, দ্রুত রাস্তা সংস্কার না হলে ভাঙ্গাচোরা সড়কগুলি অনেক বড় বিপদ ডেকে আনতে পারে ।

কালীগঞ্জ আঞ্চলিক ভাষা গ্রুপের মডারেটর ইজাজ আহমেদ উৎস বলেন, এই সড়কর মাঝে এমন একটি ক্ষত গত কয়েক মাসেও কোন রকম মেরামত বা কর্তৃপক্ষর নজর না পড়ায় এক প্রকার হতাশা ব্যক্ত করছেন এই সড়কে চলাচলকারী জন সাধারণ ও স্থানীয় বাসিন্দারা।
এ ব্যাপার কালীগঞ্জের পৌর মেয়র আশরাফুল আলম বলেন, সড়কের টেন্ডার হয়ে গেছে অতি দ্রুত সময়ের মধ্যে সমস্যার সমাধান করা হবে।

ঝিনাইদহে হতদরিদ্রর হাত থেকে প্রত্যায়নপত্র কেড়ে নেওয়ার অভিযোগ

ঝিনাইদহে হতদরিদ্রর হাত থেকে প্রত্যায়ন কেড়ে নেওয়ার অভিযোগ উঠেছে উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তার বিরুদ্ধে। তার অনুগত লোক এই ঘর না পাওয়ায় ক্ষিপ্ত হয়ে হতদরিদ্র রবিউলের কাছ থেকে ঘরের

প্রত্যায়নপত্র কেড়ে নেওয়া হয়েছে বলে ভুক্তভোগীর অভিযোগ। রোববার সকালে ঝিনাইদহ শিল্পকলা একাডেমী মিলনায়তনে ১’শ ৮৭ জন ভূমি ও গৃহহীনদের চাবি ও প্রত্যায়নপত্র দেওয়া অনুষ্ঠানে এ ঘটনা ঘটে। তবে এসব অভিযোগ অস্বীকার করে সদর থানা নির্বাহী কর্মকর্তা এসএম শাহিন জানিয়েছেন কেড়ে নেওয়া হয়নি পরে সরকারী আরো ঘর করা হলে তাদেরকে ঘর দেওয়া হবে।

জানা গেছে, শনিবার ঝিনাইদহ সদর উপজেলার পাগলাকানাই ইউনিয়নের ফকিরাবাদ গ্রামের মীর ইলিয়াস হোসেন সড়কস্থ ভুমিহীনদের প্রত্যায়নপত্র বিতরণের জন্য শিল্পকলা একাডেমীতে এক অনুষ্ঠানের আযোজন করা হয়। অনুষ্ঠানে জেলা প্রশাসক ও সদর উপজেলা প্রশাসনের কর্মকর্তাদের উপস্থিতিতে লটারীর মাধ্যমে ঘর প্রদান করা হয়। রোববার এই সব ঘরের প্রত্যায়নপত্র ও চাবি হস্তান্তর করা উপলক্ষে শিল্পকলা একাডেমী মিলনায়তনে এক অনুষ্ঠানের আয়োজন করে জেলা প্রশাসন। সকলকে এসব হস্তান্তরের পর ঝিনাইদহ সদর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা এসএম শাহীন হঠাৎ করে উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা হতদরিদ্র রবিউল দম্পত্তির কাছ থেকে প্রত্যায়ন কেড়ে নেন। সেসময় ঘরের প্রত্যায়ন না পেয়ে দু’জন কান্নায় ভেঙ্গে পড়েন। এ সময় তারা অভিযোগ করেন ইউএনও স্যারের নাজির জাহাঙ্গীর হোসেনের অনুগত লোক ঘর না পাওয়ায় আমাদের কাছ থেকে প্রত্যায়নপত্র কেড়ে নিয়েছেন। বিষয়টি তদন্তপূর্বক ব্যবস্থা গ্রহনের জন্য খুলনা বিভাগীয় কমিশনারসহ সরকারের উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের হস্তক্ষেপ কামনা করেন ভুক্তভোগীরা।
এ ব্যাপারে ঝিনাইদহ অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক(রাজস্ব) সেলিম রেজা জানান বিষয়টি আমি জানি না। তবে খোঁজ খবর নিয়ে দেখবো।

ঝিনাইদহে ভূমি ও গৃহহীনদের মাঝে ঘরের চাবি বিতার

ঝিনাইদহে ১’শ ৮৭ জন ভূমি ও গৃহহীনদের মাঝে ঘরের চাবি হস্তান্তর

করা হয়েছে। রোববার দুপুরে জেলা শিল্পকলা একাডেমীতে এ উপলক্ষে আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়।

ঝিনাইদহ সদর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা এস এম শাহীন এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জেলা প্রশাসক মজিবর রহমান।

বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন পুলিশ সুপার মুনতাসিরুল ইসলাম, অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (সার্বিক) সেলিম রেজা, স্থানীয় সরকারের উপ-পরিচালক ইয়ারুল ইসলাম, সদর উপজেলা চেয়ারম্যান এ্যাড. আব্দুর রশিদ।

ভিডিও কনফানেন্সের মাধ্যমে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা জমি ও গৃহ প্রধান কার্যক্রম ২য় পর্যায়ের উদ্বোধন করলে ঝিনাইদহেও সুবিধাভোগিদের মাঝে চাবি হস্তান্তর করা হয়। উল্লেখ্য, মুজিববর্ষে একজন মানুষও গৃহহীন থাকবে না প্রধানমন্ত্রীর এ কর্মসূচির অধিনে জেলায় মোট ৭’শ ৫ টি ভূমি ও গৃহহীন পরিবারকে সরকারী ঘর বরাদ্ধ দেওয়া হয়েছে। এর মধ্যে প্রথম পর্যায়ে ৪’শ ৭ টি ঘর ভূমি ও গৃহহীনদের মাঝে হস্তান্তর করা হয়েছে এবং রোববার দ্বিতীয় পর্যায়ে ১’শ ৮৬ টি ঘর হস্তান্তর করা হবে। বাকি ঘরগুলো নির্মাণাধীন রয়েছে।

কোটচাঁদপুরে ভূমিহীন ও গৃহহীন পরিবারের মাঝে প্রধানমন্ত্রীর ঘর হস্তান্তর

ঝিনাইদহের কোটচাঁদপুরে মুজিববর্ষ উপলক্ষে প্রধানমন্ত্রীর উপহার আশ্রয়ণ-২ প্রকল্পের আওতায় ভূমিহীন ও গৃহহীন পরিবারের মাঝে জমিসহ ঘর প্রদান কার্যক্রমের উদ্বোধন করা হয়েছে। রবিবার সকালে প্রদানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে উপকারভোগীদের মধ্যে জমি ও গৃহ প্রদান কার্যক্রমের (২য় পর্যায়ে) উদ্বোধন করেন। এসময় উপজেলা পরিষদ মিলনায়তনে ভিডিও কনফারেন্সের

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন, ঝিনাইদহ-৩ আসনের সংসদ সদস্য এ্যাডঃ শফিকুল আজম খাঁন চঞ্চল। উপজেলা নির্বাহী অফিসার আসাদুজ্জামান রিপনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে এসময় উপস্থিত ছিলেন উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান ও উপজেলা আওয়ামীলীগের সভাপতি শরিফুন্নেছা মিকি, সাধারণ সম্পাদক শাহাজান আলী, পৌর মেয়র সহিদুজ্জামান সেলিম থানার অফিসার ইনচার্জ মঈন উদ্দীন, উপজেলা পরিষদের ভাইস চেয়ারম্যান রিয়াজ হোসেন, মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান সাদিয়া আক্তার পিংকি, উপজেলা আ.লীগের সহ-সভাপতি নুরুল ইসলাম খাঁন বাবলু, সাবেক উপজেলা মুক্তিযোদ্ধা কমান্ডার তাজুল ইসলামসহ উপজেলার বিভিন্ন গ্রামের ভূমিহীন ও গৃহহীন উপকারভোগী পরিবারের সদস্যরা। অনুষ্ঠানে এছাড়াও করোনা ভাইরাসে ক্ষতিগ্রস্থ নন-এমপিও শিক্ষক-কর্মচারী ও অগ্নিকান্ডে ক্ষতিগ্রস্থ পান চাষীদের মধ্যে চেক বিতরণ করা হয়। ঝিনাইদহ-৩ আসনের সংসদ সদস্য এ্যাডঃ শফিকুল আজম খাঁন চঞ্চল নিজ তহবিল থেকে ১’শ ২ জনকে এই চেক হস্তান্তর করেন। এসময় তিনি ১৪ জন পান চাষীকে ১ লক্ষ ৪০ হাজার এবং ১’শ ৬৯ জন নন-এমপিও শিক্ষক-কর্মচারীদের মধ্যে ৫ হাজার ও ২৫’শ এবং কিন্ডার গার্ডেন শিক্ষকদের ৩ হাজার ও কর্মচারীদের মধ্যে ১৫’শ টাকার চেক বিতরণ করেন।

ঝিনাইদহে বিদ্যুৎস্পৃষ্টে ভ্যান চালকের মৃত্যু

ঝিনাইদহ সদর উপজেলার মধুহাটি গ্রামের বিদ্যুৎস্পৃষ্টে রমজান আলী
(৪৮) নামের এক ভ্যান চালকের মৃত্যু হয়েছে। শুক্রবার সকাল সাড়ে ১১ টার দিকে এ ঘটনা ঘটে।

মৃত রমজান আলী ওই গ্রামের জবেদ আলী মন্ডলের ছেলে। মধুহাটি ইউনিয়নের ইউপি সদস্য আশরাফুল ইসলাম জানান, শুক্রবার সকালে রমজান আলী মাঠ থেকে ঘাস কেটে মাথায় নিয়ে বাড়ি ফিরছিল। পথে বাড়ির পাশে পৌঁছালে পল্লী বিদ্যুতের ঝুলে থাকা তারে বিদ্যুতায়িত হয়ে ঘটনাস্থলে মারা যায়।

ঝিনাইদহ সদর থানার ওসি মিজানুর রহমান বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।

ঝিনাইদহে করোনা আক্রান্ত মৃত নারীর দাফন সম্পন্ন

ঝিনাইদহের হরিনাকুন্ডুতে করোনা আক্রান্ত হয়ে মোছাঃ জাহানারা বেগম (৭০) নামের এক নারীর মৃত্যু হয়েছে। সে উপজেলার রঘুনাথপুর গ্রামের মৃত হবিবার রহমান বিশ্বাসের স্ত্রী।

ইসলামিক ফাউন্ডেশনের উপ-পরিচালক মোঃ আব্দুল হামিদ খান জানান, জাহানারা বেগম করোনা উপসর্গে অসুস্থ হওয়ার পর হরিনাকুন্ডু উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ভর্তি হন। গত বৃহস্পতিবার তার করোনা রিপোর্ট পজেটিভ আসে। পরে চিকিৎসক তাকে ঝিনাইদহ সদর হাসপাতালে রেফার্ড করলেও তিনি নিজ বাড়িতে চলে আসেন।

শুক্রবার দিবাগত রাতে তার মৃত্যু হয়। পরে ইসলামিক ফাউন্ডেশন গঠিত (ইফা) কমিটি তার জানাযা শেষে নিজ গ্রামের গোরস্থানে দাফন করে। এ নিয়ে মোট ৮০ জন করোনা আক্রান্ত ও উপসর্গ নিয়ে মৃত ব্যক্তির লাশ দাফন করলো ইফা গঠিত কমিটি।

ঝিনাইদহের করোনা পরিস্থিতি নিয়ে উদ্বিগ্ন স্বাস্থ্য বিভাগ! মাস্ক ও স্বাস্থ্যবিধির

বালাই নেই

ঝিনাইদহে উদ্বেগজনক হারে করোনা সংক্রমন বাড়তে থাকায় মানুষের মধ্যে আতংক সৃষ্টি হলেও স্বাস্থ্য সচেতনাতা নেই। রাস্তাঘাট, ব্যাংক ও অফিসে কেও স্বাস্থ্যবিধি মানছে না। পথচারীদের মাস্ক উধাও। থাকলেও থুতনির কাছে ঝুলছে।

ঝিনাইদহ শহরে অধিকাংশ মানুষ মাস্কবিহীন চলাচল করছে। এদিকে গত ২৪ ঘন্টায় ঝিনাইদহে নতুন করে ৫৪ জন আক্রান্ত হয়েছে। হরিণাকুন্ডু উপজেলার রঘুনাথপুর গ্রামে জাহানারা খাতুন (৭০) নামে এক বৃদ্ধার মৃত্যু হয়েছে। তিনি ওই গ্রামের হাবিবুর রহমানের স্ত্রী। স্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞরা বলছেন পরিস্থিতি হয়তো এখানেই স্থির থাকবেনা। সংক্রমণ যে গতিতে বাড়ছে তাতে ঝিনাইদহ নিরাপদ থাকবে এমনটা ভাবার কোনো কারণ নেই।

সীমান্তের জেলা হওয়ায় ঝিনাইদহ ভারতীয় ভ্যারিয়েন্টের পরবর্তী হটস্পট হতে পারে এমন শংকা বাড়ছে। এদিকে আজ শনিবার থেকে জেলা প্রশাসনের বিধি নিষেধ কার্যকর হচ্ছে। বিকাল ৫টার পর সব দোকানপাট ও ব্যবসা প্রতিষ্ঠান বন্ধ করার নির্দেশনা জারি করা হয়েছে। শহরে ইজিবাইক, নছিমন, করিমন ও ভটভটি চলাচলে থাকছে বিধি নিষেধ। পুলিশ ও জেলা প্রশাসন নির্দেশনা বাস্তবায়নে মাঠে নামছে। তথ্য নিয়ে জানা গেছে, এ জেলার সাথে ভারতের ৭০ কিলোমিটার সীমান্ত রয়েছে।

অনেকেই দালালদের সহায়তায় সীমান্ত রক্ষীদের চোখ ফাঁকি দিয়ে দেশে ফিরছেন। শুক্রবারও মিনতি পাল নামে এক নারীকে ভারত থেকে বাংলাদেশে আসার সময় আটক করেছে বিজিবি। এই নিয়ে চলতি বছরের জানুয়ারি থেকে ১৮ জুন পর্যন্ত ৯২৯ জনকে আটক করলো বিজিবি। অবৈধ পথে সীমান্ত পথে ভারত থেকে বাংলাদেশে প্রবেশ করায় দ্রুত সংক্রমণ ছড়িয়ে পড়তে পারে।

ঝিনাইদহ জেলা প্রশাসক মজিবর রহমান জানান, এ পর্যন্ত ভারত থেকে বৈধ ও অবৈধভাবে আসা ৩শ ৭৯ জনকে স্থানীয় এইড কমপ্লেক্স, পিটিআই ও আজাদ রেস্ট হাউজের কোয়ারেন্টাইন রাখা হয়েছিল। তাদের মধ্যে ৩শ ২২জন ছাড়পত্র পেয়েছেন। এদের মধ্যে মহেশপুর সীমান্ত থেকে বিজিবির হাতে আটক ৮০ জন এবং যশোর ও চুয়াডাঙ্গা দিয়ে বৈধভাবে আসে ২ শত ৮৯ জন ছিল।

এদের পরীক্ষার পর ১৬ জনের শরীরে করোনা পজেটিভ আসে। তাদেরকে হাসপাতালে ভর্তি করার পর ১২জনের নেগেটিভ হয়েছে। ৪ জন সদর

হাসাপাতালে ভর্তি আছে। বর্তমানে সদরের এইড কমপ্লেক্সে ২৮ জন এবং বিজিবির হাতে আটক ১৬ জনকে মহেশপুর উপজেলার মহিলা কলেজে কোয়ারেন্টাইনে রাখা হয়েছে।

করোনা সংক্রমক বেড়ে যাওয়ায় ইতিমধ্যে মহেশপুর উপজেলার ১টি গ্রাম লকডাউনসহ ৬টি ইউনিয়নে চলাচলে বিধিনিষেদ জারী করা হয়েছে । তাছাড়া মানুষকে সচেতন করতে প্রতিনিয়ত জেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে জোর প্রচেষ্টা চালিয়ে যাওয়া হচ্ছে। করোনা সংক্রমনের বিষয়ে সিভিল সার্জন ডা: সেলিনা বেগম জানান, ঝিনাইদহ কোভিড হাসপাতালে সেন্ট্রাল অক্সিজেন সাপ্লাই আছে। লিকুইড অক্সিজেনও রয়েছে। করোনা মোকাবেলায় আমরা প্রস্তুত রয়েছি। তবে ঝিনাইদহ সদর হাসপাতালে এখনো পর্যন্ত কোন আইসিইউ নেই বলে তিনি জানান।